গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

অগ্রহায়ণ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, সবাইকে নবান্নের শুভেচ্ছা। নবান্নের উৎসবের সাথে সমান্তরালে উৎসবমুখর থাকে বৃহত্তর কৃষি ভুবন। কেননা এ মৌসুমটাই কৃষির জন্য তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত একটি মৌসুম। তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই অগ্রহায়ণ মাসের কৃষিতে আমাদের করণীয় কাজগুলো :

- এ মাসে অনেকের আমন ধান পেকে যাবে তাই রোদেলা দিন দেখে ধান কাটতে হবে;
- ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় আমন ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকলে কেটে ফেলতে হবে;
- আমন ধান কাটার পরপরই জমি চাষ দিয়ে রাখতে হবে, এতে মাটির রস কম শুকাবে;
- উপকূলীয় এলাকায় রোপা আমন কাটার আগে রিলে ফসল হিসেবে খেসারি আবাদ করা যায়;
- আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে প্রথমেই সুস্থ সবল ভালো ফলন দেখে পরিপক্ক ফসল নির্বাচন করতে হবে। এরপর কেটে, মাড়াই-ঝাড়াই করার পর রোদে ভালোমতো শুকাতে হবে। শুকনো ধান ঝেড়ে পরিষ্কার করে ছায়ায় রেখে ঠাণ্ডা করতে হবে। অতপর বীজ বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে;
- অগ্রহায়ণ মাস বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময়। রোদ পড়ে এমন উর্বর ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে;
- চাষের আগে প্রতি বর্গমিটার জায়গার জন্য ২-৩ কেজি জৈবসার দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে। ১০ মি. X ১ মি. আকারের আদর্শ বীজতলা তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে;
- বীজ বপন করার আগে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিয়ে ৭২ ঘণ্টা জাগ দিয়ে রাখতে হবে। এ সময় ধানের অঙ্কুর গজাবে। অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় ছিটিয়ে বপন করতে হবে। প্রতি বর্গমিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।
- যে সব এলাকায় ঠাণ্ডার প্রকোপ বেশি সেখানে শুকনো বীজতলা তৈরি করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রতি দুই প্লটের মাঝে ২৫-৩০ সেমি. নালা রাখতে হবে;
- যেসব এলাকায় সেচের পানির ঘাটতি থাকে সেখানে আগাম জাত হিসেবে ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান৮১, ব্রি ধান৮৬, ব্রি হাইব্রিড ধান২, ব্রি হাইব্রিড ধান৩ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান৫, উর্বর জমি ও পানি ঘাটতি নাই এমন এলাকায় ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৫৯, ব্রি ধান৬০, ব্রি ধান৬৮, ব্রি ধান৬৯, ব্রি হাইব্রিড ধান১, ঠাণ্ডা প্রকোপ এলাকায় ব্রি ধান৩৬, হাওর এলাকায় বিআর১৭, বিআর১৮, বিআর১৯, ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৫৮ ও ব্রি ধান৮১, লবণাক্ত এলাকায় ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান৬১ এবং জিংক সমৃদ্ধ ধান হিসেবে ব্রি ধান৬৪, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮৪ চাষ করতে পারেন;
- অগ্রহায়ণের শুরু থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত গম বোনার উপযুক্ত সময়। এরপর গম যত দেরিতে বপন করা হবে ফলনও সে হারে কমে যাবে;
- অধিক ফলনের জন্য গমের আধুনিক জাত যেমন- বারি গম-২৫, বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-২৯, বারি গম-৩০, বারি গম-৩১, বারি গম-৩২ এসব বপন করতে হবে;
- গম বীজ বপনের আগে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে;
- সেচসহ চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ১৬ কেজি এবং সেচবিহীন চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ১৮ কেজি বীজ বপন করতে হবে;
- গমের ভালো ফলন পেতে হলে প্রতি শতক জমিতে ৩০-৪০ কেজি জৈবসার, ৬০০-৭০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫৫০-৬০০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০-৪৫০ গ্রাম এমওপি, ৪০০-৫০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে;
- ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া দুই কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে;
- গমে তিনবার সেচ দিলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। বীজ বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ, ৫০-৫৫ দিনে দ্বিতীয় সেচ এবং ৭৫-৮০ দিনে ৩য় সেচ দিতে হবে;
- এ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জমি তৈরি করে ভুট্টা বীজ বপন করতে হবে। ভালো ফলনের জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার রাখতে হবে;
- এ মাসে তেল ফসলের (সরিষা ও সূর্যমুখী) উপযুক্ত পরিচর্যা নিলে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায়;
- রোপণকৃত আলু ফসলের যত্ন নিতে হবে। মাটির কেইল বেঁধে দিয়ে কেইলে মাটি তুলে দিতে হবে। সারের উপরিপ্রয়োগসহ সেচ দিতে হবে;
- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম এসব বড় হওয়ার সাথে সাথে চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে; সবজি ক্ষেতের আগাছা, রোগ ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করতে পারেন। এতে পোকা দমনের সাথে সাথে পরিবেশও ভালো থাকবে। সবজি ক্ষেতে প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে;
- টমেটো গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ভেঙে দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে;
- ঘেরের বেড়িবাঁধে টমেটো, মিষ্টিকুমড়া চাষ করতে পারেন;
- মাঠে মিষ্টিআলু, চীনা, কাউন, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচসহ অন্যান্য ফসলের পরিচর্যা করতে হবে;
- এবারের বর্ষায় রোপণ করা ফল, ওষুধি বা বনজ গাছের যত্ন নিতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে গাছকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কমে গেলে গাছের গোড়ায় সেচ প্রদান করতে হবে।

আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কৃষি কল সেন্টারে ১৬১২৩ নাম্বারে কল করে কৃষি বিষয়ক যে কোনো পরামর্শ নিন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি মন্ত্রণালয়